ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV. 21 1999 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

জাতীয় শিক্ষা জরিপ '৯৯

গত ২৩/১০/৯৯ থেকে ৬/১১/৯৯ পর্যন্ত সারা দেশে হয়ে গেলো পোস্ট প্রাইমারি পর্যায়ে শিক্ষা জরিপ। ব্যানবেইস-এর তত্ত্বাবধানে এই জরিপ নিঃসন্দেহে একটি ভালো পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীদের একটি সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। গণনাকারী, সুপারভাইজার, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যেকেই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন জরিপ প্রক্রিয়াটি সফল হওয়ার জন্য। জরিপের কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে। যেমন (১) প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ (২) বর্তমান বেতন স্কেল প্রাপ্তির তারিখ (৩) বর্তমান পদবিতে যোগদানের তারিখ (৪) পাঠদানের বিষয় এবং কোড নং ইত্যাদি।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসঙ্গেই এমপিওভুক্ত হয়েছে এবং এই তারিখটি নিশ্চয় ব্যানবেইস-এর নিকট আছে। তথাপি এই তারিখটি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পুরোনো শিক্ষকগণের প্রথম এমপিওভুক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়েছে। আমার জানা মতে অনেকেই লিখেছেন ১.৯.৮২। কিন্তু কাজী জামাল উদ্দিন আহমদ, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র নং-ব্যানবেইস/৩ এস-১২/৮৩ তারিখ ৫ মার্চ ১৯৮৪ মোতাবেক জানা যায়, জুন '৮৪ থেকে দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রণীত এমপিও-এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ প্রদান করা হবে। এই পত্র মোতাবেক প্রবীণ শিক্ষকগণের প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ হওয়ার কথা ১.৬.৮৪। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে জুন, জুলাই, আগস্ট/৮৪ মাসের এমপিও প্রভিশনাল। ঐ তিন মাসের সরকারি বেতন-ভাতা পে স্লিপের মাধ্যমে উত্তোলিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর/৮৪ মাসে স্বতন্ত্র ইনডেক্স নাম্বারসহ বেতন-ভাতা উত্তোলিত হয়েছে। কাজেই এমপিওভুক্তির তারিখ যদি ইনডেক্স নাম্বারের ভিত্তিতেই করতে হয় তাহলে হওয়ার কথা ১.৯.৮৪ থেকে। ঐ সময়ে আবার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্বতন্ত্র ইনডেক্স নাম্বার ছিল না। তাদের ইনডেক্স নাম্বার হয় আরো অনেক পরে। তাদের প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ কোনটি হবে? যেদিন থেকে তারা স্বতন্ত্র ইনডেক্স নাম্বারের অধিকারী হয়েছেন সেদিন থেকে, নাকি ঐ পত্র মোতাবেক ১.৬.৮৪ থেকেই। নতুন শিক্ষকদের বেলাতেও একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মনে করা যাক একজন শিক্ষকের নাম মে/৯৯-এর এমপিওতে প্রথম আসলো। কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী দুই মাসের বকেয়া পেয়েছেন। সুতরাং তার প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ হওয়ার কথা ১.৩.৯৯ কিন্তু জরিপকারীদের কথামতো মে/৯৯-এর এমপিওতে যে স্মারক নং ও তারিখ ছিল সেই তারিখটিই হবে তার প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সঠিক কোনটি?

জাতীয় বেতন স্কেল-৯৭ মোতাবেক বর্তমান বেতন স্কেল প্রাপ্তির তারিখ হওয়ার কথা ১.৭.৯৭। কারণ ঐ তারিখ থেকেই বেতন স্কেল কার্যকরী হয়েছে। অনেকে এই তারিখটিই লিখেছেন আবার অনেক জরিপকারী বলেছেন, মে মাসের এমপিওতে জুলাই/৯৭ থেকে বকেয়া পাওয়া গিয়েছে। সেই তারিখটি হবে বর্তমান বেতন স্কেল প্রাপ্তির তারিখ। কিন্তু কোনটা সঠিক?

একজন ব্যক্তি সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিএড ট্রেনিং নিলেন এবং সংশোধনী ফরম পূরণ করে সিনিয়র স্কেল পাওয়ার জন্য ডিজি বরাবর পাঠালেন। তিনি উচ্চতর স্কেল পেলেন এবং তার পদবি হলো সিনিয়র শিক্ষক। তিনি এখনো সিনিয়র শিক্ষক হিসেবেই কর্মরত। এই ক্ষেত্রে বর্তমান পদবিতে যোগদানের তারিখ কি হবে? তিনি যে সিনিয়র স্কেল পেলেন এবং সিনিয়র শিক্ষক হলেন এই মর্মে তার কি কোনো আলাদা নিয়োগপত্র কিংবা রেজুলেশন থাকবে? সঙ্গত কারণেই থাকার কথা নয়। তাহলে বর্তমান পদবিতে যোগদানের তারিখ শিরোনামে যে কলামটি রয়েছে তার যৌক্তিকতা কতোটুকু? তবে প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষকদের তার দরকার আছে, কিন্তু অন্যদের বেলায় তা শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করেছে।

একটি স্কুলে একজন শিক্ষককে দৈনিক ৫/৬টি ক্লাস নিতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একজন শিক্ষক ক্লাস নিয়ে থাকেন। তাই শ্রেণীতে পাঠদানের বিষয় ও কোড নং সংবলিত কলামটির যৌক্তিকতা কতোটুকু? তাও লেখা যেতো যদি কলামে জায়গা থাকতো। এখানে শুধু একটি বিষয়ের নাম ও কোড নং লেখা সম্ভব। কিন্তু স্কুলে কোনো শিক্ষক শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পাঠদান করান এমন নজির আছে কি?

পুরোনো যে সকল শিক্ষক আছেন তাদের অনেককেই বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শিক্ষকতা দেওয়া হয়েছিল। তাদের নিয়োগপত্র কিংবা যোগদানপত্রের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তৎকালীন সময়ে এগুলোর কোনো মূল্যই ছিল না। সময়ের বিবর্তনে এখন নিয়োগ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার শিক্ষকগণকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিয়োগ দেওয়া হয়; এবং তারা যোগদানপত্র প্রদানকরত : স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু যারা প্রাচীন শিক্ষক তাদের সময় তো এ সমস্ত কিছুই ছিল না। সরকারও যে এই বিষয়টি জানেন না তা নয়; তারপরও তাদেরকে শুধুমাত্র নিয়োগপত্র এবং যোগদানপত্র নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

শত সমস্যার মধ্য দিয়েও জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। এ জন্য জরিপের কাজে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এই জরিপের মাধ্যমে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সঠিক চিত্র ফুটে উঠুক এই কামনা করছি।

বিপ্লব মোহন চৌধুরী
সহকারী শিক্ষক
বুরুদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।